জাতীয় কবিতা উৎসব

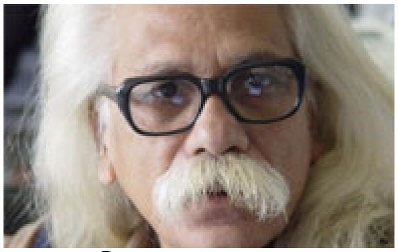

(কবি সমুদ্র গুপ্ত স্মরণে)

ভজন সরকার

কবিতা উৎসব (নাকি কবিদের উৎসব) শুরু হয়েছে বাংলাদেশে । দীর্ঘ পরিক্রমায় আজকের এ উৎসব । স্বৈরাচারী এরশাদের জলপাই রংয়ের বুলেট মার্কা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সমুচ্চারিত উচ্চারনের প্লাটফরম হিসেবেই জাতীয় কবিতা পরিষদের জন্ম '৮৭ সালে । কবি শামসুর রাহমানের নেতৃত্বে লালিত এ কবিতা পরিষদ বিভিন্ন সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ তার জন্মলগ্ন থেকেই । স্বৈরাচার বিরোধী সে উন্মাতাল দিনগুলোতে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত- নিগৃহিত এ আন্দোলনের অংশদারিত্বের কারণে । মৃত্যুর ক্ষণিকপূর্বে অঙ্কিত ''বিশ্ব বেহায়া'' এরশাদের ভয়ংকর মুখচ্ছবি এ কবিতা উৎসবের মঞ্চথেকেই এঁকেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান । ফলে অংশগ্রহনে সামান্য হলেও অসামান্য এর অবদান আন্দোলনের অনুপ্রেরনায় । সাহসী এর পদচারণা তারুন্যের অংগনে ।

সেদিনের সে কবিতা পরিষদ বিতর্কের উর্দ্ধে স্থান নেওয়া এক মহান কর্মযজ্ঞের হোমাগ্নি । কবিতা কিংবা সাহিত্যের উৎকর্ষতা বিবেচনায় না এনেও সামাজিক আন্দোলনে কবিতা পরিষদের ভূমিকা খাটো করে দেখার অবকাশ কোথায় ?

'৮৭ থেকে ২০০৯ - বর্ষ পরিক্রমায় ২২টি সংখ্যার ক্রম পরিবর্তন । একটি শিশুর কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পনের সময়, বলিষ্ঠ হওয়ার সতেজ -সবুজ হওয়ার সময় । আকাংখার ব্যাপ্তি সহজভাবেই অসীম । কেননা এ শিশুটির লালন ভূমি কবি-মানসে । মননে আত্মশুদ্ধির বীজমন্ত্র এ কবিতা পরিষদ নামক যুবকটির মুখেই উচ্চারিত হওয়ার কথা ছিল শত কল্লোলে । কততুকু দিতে পেরেছে কবিতা পরিষদ ?

কতই বা দেওয়ার ছিল ? সর্বতো যেখানে পঙ্কিলতার লাভা, বিভাজন যেখানে জাতীয় অহংকার (?), অসুরই যেখানে সুরের প্রতিভূ - সেখানে কবিতা পরিষদের শেষে এখনও কোন বিভক্তির বন্ধনী নেই এটাই গর্বের- এটাই গৌরবের ।

মাঝখানে যে তাল-ল'য়ের বেসুর হয় নি - তা অবশ্য বলা যাবে না । কারণ এ কবিতা পরিষদের দে'য়া সম্মাননা গ্রহনে কবি শামসুর রাহমান এক সময় অপরাগতা প্রকাশ করেছিলেন । কবিতা পরিষদও হয়ে উঠেছিলো বিতর্কিত ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উচ্চকিত । প্রয়োজনে সৃষ্ঠ এ মহৎ প্রতিষ্ঠানটি সঙ্কীর্ণতার চোরাবালিতে আটকে যাবার আশঙ্কায় ভর করেছিলো । ধন্যবাদ অগ্রগন্য কবিদের ,ধন্যবাদ সবাইকে বিভক্তির উন্মাতাল প্ররচনা থেকে অন্তত এ মহৎ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষার জন্য ।

আর ধন্যবাদ বাংলাদেশের প্রধান কবি প্রয়াত শামসুর রাহমানকে ;জীবন সায়াহ্নে এসে শেষাবধি তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহন এবং সম্মাননা গ্রহনের জন্য । কবিগুরুর রচনা '' মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে আর সৃষ্ঠি করে আনন্দে'' । এক সময়ের প্রয়োজনে জাতীয় কবিতা পরিষদ নির্মিত হয়েছিলো । সে প্রয়োজন ফুরিয়ে না গিয়ে বরং বেড়েছে বহুগুন । কবিতা পরিষদ এখনও থাক প্রেরনায়- আন্দোলনে । মৌলবাদের বিরুদ্ধে জেগে থাক কবিতা- ল'ড়ে যাক কবি ।

যাদের হাত ধরে আজকের এ কবিতা উৎসব তাদের মধ্যমনি আরেক কবি আজ নেই এ পৃথিবীতে। জানি না, কবি সমুদ্র গুপ্তের অনুপস্থিতিতে এবারের কবিতা পরিষদ কেমন হবে ! কিন্তু এ দূর প্রবাসে থেকেও অনুমান করা যায় , কবিদের চোখ দু'টো যেনো কাকে খুঁজছে সারা চত্বর - সজারু গোঁফ আর লম্বা সাদা চুলের সেই অমিত কবিকে ।

‘‘ আমি একটি স্বপ্নের বীজ বুনেছি ।

মৃত্তিকার কোমল স্পর্শে বীজের খোলস খুলে
প্রজাপতির পাখার মতো অঙ্কুরোদ্গম হবে

ধীরে ধীরে জাতীয় বাজেটের মতোই বৃদ্ধি পাবে চারা
বেড়ে উঠে বৃক্ষ হবে

মানুষের ইচ্ছার মতো সেই বৃক্ষে অগনিত পত্রালী হবে
হাতের তালুর মতো পত্রালীর নিরুদ্বিগ্ন ছায়া হবে
প্রেমের ছোঁয়ার মতো ছায়া কিছুটা দ্বিধান্বিত কোমল হবে

আগামী ফসল উঠলে তুমি আমার বাড়ীতে এসো
সেই গাছের ছায়ায় বসিয়ে তোমাকে
নবান্নের পিঠাপুলি গুড়ের পায়েস খাওয়াবো । (সমুদ্র গুপ্তের কবিতা ‘ আগামী ফলস উঠলে ’)

হঠাৎ যদি কারো সাথে দেখা হয় সমুদ্র দার সাথে, চুপিসারে বলবেন - শ্বেত শুভ্র এই বরফের দেশে আরেক কবিতাপ্রেমী কবি সমুদ্র গুপ্তের আমন্ত্রনের অপেক্ষায় আছে । কবে যাবো দেশে ? কবে আবার ‘উন্মেষ’, টি এস, সি, শাহবাগ , আজিজ সুপার মার্কেট চত্বরে সমুদ্র গুপ্তের সান্নিধ্যে কেটে যাবে একেকটি সন্ধ্যা ? কবে উঠবে নবান্নের সেই ফসল, সমুদ্র দা ? আর অপেক্ষা কত!!!

।। ১৭ ফেব্রয়ারী, ২০০৯ , হ্যামিলটন, কানাডা । । sarkerbk@yahoo.com